যুগান্তর

তারিখ 22 DEC 2013
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

যশোরে বৃত্তির নামে 'অর্থ বাণিজ্য'

যশোর ব্যুরো

যশোর স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে 'বৃত্তি ফরম' বিক্রির মাধ্যমে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এ বছর সংগঠনটি সাড়ে ৭শ' টাকা থেকে সাড়ে ৯শ' টাকার এককালীন বৃত্তি প্রদানের জন্য ১ হাজার ৮৩৬ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মাথাপিছু ফরম বাবদ ১৫০ থেকে ২০০ টাকা ফি আদায় করেছে। এতে তাদের ফি বাবদ আয় হয়েছে প্রায় ৩ লাখ টাকা। গত বছর এ সংগঠনটি ৪টি ক্যাটাগরিতে ২০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করেছিল।

এবারও সমপরিমাণ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হবে বলে জানা গেছে। ফলে এ হিসাব অনুযায়ী ২০০ শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে বৃত্তি বাবদ ৯৭০ টাকা হারে প্রদান করা হলে ব্যয় হবে ১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। এতে ১ লাখ টাকার বেশি সংগঠনটির ফরম বিক্রি বাবদ সাশ্রয় হবে। একটি সূত্র অভিযোগ করেছে, প্রতিষ্ঠানটি কারসাজি করে পছন্দের কোচিং সেন্টারের মনোনীত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বিষয়টি নজরে এসেছে যশোরের সচেতন অভিভাবক মহলের।

শুক্রবার সকালে যশোরের ৩টি স্কুলে যশোর স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীর মোট ৭টি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নেয়। ৩টি কেন্দ্রের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ৮৫৯ জন, নূপদিব একাডেমিতে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ৬৩০ জন এবং বাদশা ফয়সাল ইসলামী ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৫০ নম্বরের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের ৪টি ক্যাটাগরিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তাদের তথ্য মতে, গত বছর ২০১ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন বৃত্তিপ্রদান করা হয়েছিল। এবারও সমপরিমাণ টাকা প্রদান করা হবে। তবে খাতা মূল্যায়নের পর নির্ধারণ করা হবে সঠিক সংখ্যা। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ট্যালেন্টপুলে ৯৭০ টাকা, সাধারণ গ্রেডে ৯২০ টাকা, প্রতিষ্ঠান কোটায় ৭৬০ টাকা ও মেধাবী কোটায় ৭৬০ টাকা এককালীন বৃত্তিপ্রদান করা হবে। এ পরীক্ষার ফলাফল এপ্রিল মাসে প্রকাশ করা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৃত্তি পরীক্ষা বাবদ শ্রেণীভিত্তিক ফি আদায় করেছে সংগঠনটি। পরীক্ষার ফি বাবদ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১৫০ টাকা করে নেয়া হয়েছে। এ বাবদ ১ হাজার ১৪৯ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫০ টাকা। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৫২৩ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মাথাপিছু ১৮০ টাকা হারে ৯৪ হাজার ১৪০ টাকা এবং ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ১৬৪ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ফি বাবদ ২০০ টাকা হারে ৩২ হাজার ৮০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। সর্বসাকুল্যে ভর্তি ফি বাবদ প্রায় ২ লাখ ৯৯ হাজার ২৯০ টাকা আদায় হয়েছে।

আর, শিক্ষার্থীদের বৃত্তিবাবদ ২০০ শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ট্যালেন্টপুলে ৯৭০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করলে ব্যয় হবে ১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। কয়েকজন অভিভাবক ও শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, কোচিং সেন্টারগুলোকে লাভবান করতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম জানান, তার স্কুলের শিক্ষক ও বাইরের শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণ করছেন মাত্র। স্কুলের সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমার এই সংগঠনটির পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার ডিউটির জন্য শিক্ষকদের একটি করে খাম (টাকা) ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এর বেশি তাদের জানা নেই বলে তিনি দাবি করেন।

এই কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেয়া এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক কামরুল হুদা জানান, কারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে তার মেয়ে বৃত্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করেছে। তিনি বলেন, মেয়ের পরীক্ষার ভয় কাটিয়ে ওঠার জন্য তার জন্য এই পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে যশোর স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সহকারী সদস্য সচিব মারুফ হাসান তাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেন। এদিকে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুব্রত কুমার বণিক বলেন, সরকারিভাবে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি দেয়া হয়। এর বাইরে বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজনের যৌক্তিকতা নেই। কোচিং ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত ও ফরম বাণিজ্য করার জন্যই এটা করা হয় বলে মনে করেন তিনি।